

অমাবস্যা

(১)

একা বসে আছি। বিরক্তি লাগছে খুব। একাকীত্বের কারণেই যে বিরক্তি লাগছে তা কিন্তু নয়। এর আগেও বহুবার এখানে একা বসে কাটিয়েছি। হাতে কাজ ছিল না বলে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা গুনেছি। তখন তো এত বিরক্তি লাগেনি।

আজ তারা গুনে পারছি না- আকাশে তারা নেই। অথচ আমি জানি, আজ অমাবস্যা। আজ আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য একটা তারাও দেখছি না। লক্ষণ ভালো নয়, নিশ্চয় আকাশ মেঘে ঢেকে রয়েছে। অর্থাৎ কিছুক্ষণের মাঝেই বৃষ্টি নামবে, জোর বর্ষণ হবে। আর জোর বৃষ্টি নামলেই আধঘন্টার মাঝে পার্কের আশেপাশের এরিয়া হাটু-সমান পানির নিচে তলিয়ে যাবে। তার মানে খেল খতম- সব প্ল্যান জলে যাবে। আচ্ছা ‘জলে যাওয়া’ এর ইংরেজি কি ? মনে আসছে না। অথচ আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। দশ বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে বেরিয়েছি। আজকে যাকে হত্যা করা হবে উনিও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক। আমার প্রিয় শিক্ষকদের একজন ছিলেন তিনি। ভুল বললাম, ছিলেন না- এখনো আছেন। কিন্তু তিনি ভীষণ অপ্রিয় একটা কাজ করেছেন। এর শাস্তি কেবল মৃত্যুদণ্ড।

হা’ আল্লাহ্ ! আমি শাস্তি দেওয়ার কে ? শাস্তির বিধান তোমার হাতে। কিন্তু তুমি মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই প্রফেসর সাহেবের শাস্তি বিধান আমাকেই করতে হচ্ছে।

বৃষ্টির কয়েকটি ফোঁটা গায়ে পড়তে শুরু করেছে। দূরে কোথাও বিদ্যুৎ চমকচ্ছে, মৃদু মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে। আজ মনে হয়ে কাজ হাসিল করা যাবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টির বেগ বেশ ভালোমতোই বেড়েছে। পার্কের বেঞ্চিগুলোতে ছাউনি থাকেনা কেন কে জানে। এখন কোন একটা বড় গাছের নিচে গিয়েই দাঁড়াতে হবে।

বৃষ্টি মুসলধারে পড়ছে। গাছের নিচে দাঁড়িয়েও রক্ষা পাচ্ছি না। বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে। বেশ কাছেই বিজলী চমকাল। কাল পেপারে বৃষ্টির দিনে আমাদের মতো অভাগাদের করণীয় নিয়ে একটা লেখা পড়েছিলাম। বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন বৃষ্টির সময় গাছের নিচে দাঁড়ানোর চেয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজাই নাকি ভালো। কেন গাছের নিচে দাঁড়ান উচিত নয় তা নিয়ে কি সব হাবিজাবি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মরণ আসলে মরবো, সে গাছের নিচে দাঁড়াই আর খোলা মাঠেই দাঁড়াই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি আবার আগের জায়গায় এসে বসেছি। ভিজে একাকার হয়ে গেছি, গায়ে সামান্য কাঁপুনিও দিচ্ছে। রাত বাজে আটটা। মানে আরও একঘন্টা বসে থাকতে হবে এখানে। নয়টা নাগাদ উনি ঘর থেকে বের হবেন। বিপাশা-ই আমাকে এখবর দিয়েছে। ভাগ্যিস মোবাইলে বৃষ্টির পানি ঢোকেনি। একটু আগে কল করেছি ওকে। মেয়েটার ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়। চট্টগ্রামের মেয়ে, কথা বলে ঢাকাইয়া টানে। ঢং !

“ আরে বেরুব মানে টা কি ! আমি তো এখনো শাড়িই চুজ করতে পারলাম না। ” যেসব মেয়ে শাড়ীর নাম শুনলে নাক সিঁটকায়, তারাও নববর্ষের দিনে আর বিয়ে বাড়িতে শাড়ি পরবে। “আচ্ছা তুমিই বলনা, আজ আমি কি কালারের শাড়ি পরব?”

“সবাই বিয়েবাড়িতে লালশাড়ি পরে, তুমিও তাই পরবে। ” বিরক্তের সাথে জবাব দিলাম আমি।

“আর এদিকে দেখ, বাবা বলেছে জাস্ট নয়টায় বেরোবে। এখনই আটটা বাজতে চলল। একঘন্টার মধ্যে রেডি হওয়া পসিবল ?”

“হুমম। আচ্ছা রাখি।”

যাক, স্যার নয়টায় বেরোচ্ছে। উনাকে আমি বেশ ভালমতোই জানি। সব কাজে খুব পাঙ্কচুয়াল, অলওয়েজ ‘অন টাইম’ । বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আমি উনাকে কোনোদিন ক্লাসে লেইটে আসতে দেখিনি।

যখন পড়াতেন হৃদয় কেড়ে নিতেন। হায়! তখন কে জানত, উনি শুধু হৃদয় নয়, প্রাণও কেড়ে নিতে পারেন। আমার ছোট ভাইটা কি দোষ করেছিল ? শুধু উনার মেয়ের সাথে প্রেম করেছিল। তাতেই উনি গুণ্ডা লাগিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে ! উনি কি জানেন উনার এক ছাত্র বর্তমান সময়ের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের একজন, র‍্যাভের ক্রসফায়ারের তালিকায় তার নাম আছে। ঠিকমতো মাল না পৌঁছালে যেকোনোদিন ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হবে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন রাজনীতিতে জড়িয়ে সন্ত্রাসের পথে পা বাড়িয়েছি; আর ফিরতে পারিনি। এই পথ আমায় ক্রমশ গাঢ়তর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

(২)

মাসুদ, আমার পার্টনার, নাদান টাইপের মানুষ। দশ মাস আগে সে-ই মাত্র ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আমার ছোট ভাইটাকে মেরেছে। তাকে অবশ্য দোষ দিতে পারি না। সে সেলিমকে চিনত না । বেচারী না জেনেই এত বড় ভুলটা করেছে।

“ বিশ্বাস কর, মাসুদ, তোমার গলা কাটতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। ”

গতকালও মাসুদের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে আমার দুচোখ বেয়ে জল পড়েছে। ওকে নিজের হাতে কবর দিয়েছ আমি। মাসুদের খুনি এখনো ধরা পড়েনি, পড়বেও না। জায়গামত টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীতে টাকা দিয়ে সব হয়। দিন রাত হয়, রাত দিন হয়।

(৩)

বিপাশা মেয়েটা ভীষণ সুন্দর। প্রথম দেখাতেই যে কেউ তার প্রেমে পড়ে যাবে, আমি পড়েছি। তবে আমার প্রেম আসল নয়, কপটতার জালে মোড়ানো। ওর বাবার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য এটাই ছিল সেরা পথ।

ও' গড ! এবার তো উনি আমাকেও মেরে ফেলবেন। কিন্তু না। উনি তা করবেন না। বিপাশা ওর ছোট বোনের মতো বোকা না। আমাদের সম্পর্কের কথাটা সে সুকৌশলে চেপে রেখেছে। আর যদি তিনি জেনেও যান তাতেও উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। বিপাশার গর্ভে এসেছে আমার সন্তান।

কিন্তু উনার বিশ্বাস কি ? উনি হয়ত আমাকে মেরে বিপাশার পেটের সন্তান খালাস করে তাকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন। উনি কি তা করতে পারবেন ? নিহার মুখটা কি তার একবারও মনে পড়বে না ? ওর পেটেও সন্তান এসে গিয়েছিল। সেলিমের মৃত্যুর খবর শুনে সে যখন পাঁচতলার উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল তখন তার সাত মাস চলছিলো।

বিপাশা কি করে আমার ফাঁদে পা দিল ? থাক, সে গল্প অন্য আরেকদিন করা যাবে। শুধু একটা কথা বলে রাখি- 'মেয়েরা সহজে কারো প্রেমে পড়ে না' কথাটা সত্যি না। বিপাশা খুব সহজেই আমার প্রেমে পড়েছে।

(৪)

সময় যেন থেমে গেছে। এখনো মাত্র আটটা বত্রিশ। আরও আধঘণ্টার মতো এখানে বসে থাকতে হবে। আমি যেখানটায় বসে আছি সেখান থেকে স্যারের বাসা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'মৃণাল স্টেশনারীজ' এর পাশের বিন্ডিংটার দোতলায় স্যারের বাসা। আর কিছুক্ষণ পড়েই এই বাসার সবকিছু তখনই হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আরও আধঘণ্টা পার করব কি করে? পুরানো কোন স্মৃতি মনে করা যেতে পারে- কোন আনন্দ বা বিষাদময় স্মৃতি। কিন্তু কোন পুরানো স্মৃতিই মনে আসছে না, কেবল ভাইয়ের মৃত মুখটা ভেসে উঠছে। গুলি একদম কপালের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গিয়েছিল। নাহ, আর পারছি না, অন্যকিছু মনে করার চেষ্টা করি। গতকালের ঘটনাটা মনে করলে কেমন হয় ?

প্রতিদিনের মতো গতকাল বিকালে আমি পার্কের কোনার দিকের একটা বেঞ্চিতে বসে আছি। আমার দুপাশে এবং পেছনের দিকে চার-পাঁচটা পাতাবাহার গাছ মিলে ঝোপের মতো তৈরি করেছে। আমি স্বভাবমতো বেঞ্চির উপর দুপা তুলে বসেছি আর গুনগুন করে গান গাইছি। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা বাচ্চা-ছেলে থপথপ করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর ঝুপ করে সে আমার বেঞ্চির উপর এসে পড়ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে নিয়ে, তারপর, দুহাতে উঁচু করে ধরলাম। আহা, তাতে তার সে-কি আনন্দ, কি খুশি। একটু দূর থেকে তার মা দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। এবার তিনি দেখতে বাচ্চাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু একি ! বাচ্চা তার মায়ের কাছে যেতে চায় না। মা যতবার কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ান ছেলে ততবার জোরে আমার গলা ঝাপটে ধরে, যেন আমি তার কতদিনের পরিচিত। এত কিসের আকর্ষণ তার, আমার প্রতি ? কেন সে একজন অজানা, অচেনা মানুষকে এত মমতা দেখাচ্ছে ?

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যে ভালোবাসা তুমি আমাকে দিয়েছ তার লক্ষগুণ ভালবাসায় যেন তিনি তোমায় সারাজীবন সিন্ত রাখেন।

নয়টা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক বাকি; দেখতে পেলাম, স্যার সপরিবারে বাসা থেকে বেরিয়েছেন। আমি ছুটে পার্কের বাইরে চলে এলাম, রিভলভারটা ততক্ষণে কোমর থেকে হাতে চলে এসেছে। আমি আর স্যার এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, মাঝখানে কেবল একটা বিশ ফিটের রাস্তা। আমি আঁধারে দাঁড়িয়ে আছি বলে উনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। রিভলভারটা এবার তাঁর দিকে তাক করেছে; গুলি করতে যাবো এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। একটা বাচ্চা হঠাৎ কোথেকে দৌড়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এল। আমি চিনতে পেরেছি তাকে, এর সাথেই গতকাল আমার দেখা হয়েছিল। সে এখন রাস্তার মাঝখানে এবং একটা ট্রাক ছুটে আসছে তার দিকে, রাস্তার অপর পাশ থেকে স্যারও এগিয়ে আসছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি বাচ্চাটাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন আর তিনি চাপা পড়লেন ট্রাকের নিচে। ট্রাকটা তার মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো। বাচ্চাটা মাটিতে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে। চারপাশ থেকে লোক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে।

আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছি, রিভলভার পড়ে আছে পায়ের কাছে। সেদিকে আমার খেয়াল নেই।

-সৌমিত দাশ